বন্যা পরবর্তী কৃষক ভাইদের করণীয়

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা ও বন্যা কৃষকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বন্যায় সবচেয়ে অসুবিধা গবাদিপশুর বাসস্থান নিয়ে। গোয়ালঘর সহ বসতভিটায় পানি উঠাতে গো-খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে। পশুর অসুখবিসুখ বেড়ে যায়। অনেক সময় মানুষ এবং পশুকে একই ঘরে বসবাস করতে হয়। বন্যায় কৃষক ভাইদের ফসল ও বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। যে বছর বন্যার প্রকোপ বেশি হয়, সে বছর শীতকালীন ফসল ভালো হয়। এর কারণ হলো বন্যায় হিমালয় থেকে আসা পলিতে ফসলের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যোপাদন থাকে ।
- ভাসমান বীজতলার ক্ষেত্রে কচুরিপানা ও মাটি দিয়ে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা করা যেতে পারে। দাপোগ বীজতলার ক্ষেত্রে বাড়ির উঠান বা যেকোন শুকনো জায়গায় কিংবা কাদাময় সমতল জায়গায় পলিথিন, কাঠ বা কলা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি চৌকোনা ঘরের মত করে প্রতি বর্গমিটারে ২-৩ কেজি অঙ্কুরিত বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে করা বীজতলা থেকে ১৪-১৫ দিন বয়সের চারা জমিতে রোপণ করতে হবে।
- যে সমস্ত এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়নি, সে সব এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে বন্যার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে চারা বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমন ধানের আবাদ যেন নির্বিঘ্ন করা যায়।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন- ব্রি ধান ৩৩, ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭, ব্রি ধান ৬২, ব্রি ধান ৭১, ও ব্রি ধান ৭৫, সরাসরি ২৫ আগস্ট পর্যন্ত রোপণ করা যেতে পারে।
- এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশীজাত যেমন- বিআর ৫, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৩৪, ব্রি ধান ৪৬ জাতসমূহ ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রোপণ করা যাবে। সরাসরি বপনের সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।
- স্থানীয় জাত যেমন- নাজিরশাইল ও গাইঞ্জাসহ স্থানীয় জাতসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ বা সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ৩০ আগস্টের মধ্যে বপন করতে হবে।

- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত আমন ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩ টি কুশি রেখে বাকি কুশি সযত্নে শিকড় সহ তুলে নিয়ে সাথে সাথে অন্য ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে ।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় একটু বেশি করে চারা দিয়ে (৪-৫ টি) এবং ঘন করে (২০ব্ধ১৫) সে. মি. দূরত্বে রোপণ করতে হবে।
- এলাকা ভেদে আগাম শীত আসার কারণে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আমন ধানের চাষ করা উচিৎ নয়। এক্ষেত্রে আগাম রবি ফসলের আবাদ করা যেতে পারে। যদি বন্যার পানি সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরও স্থায়ী হয় তাহলে এসব জমিতে কোনো ক্রমেই আমন ধান লাগানো ঠিক হবে না।
- আগাম রবি ফসল পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পাতা জাতীয় সবজি যেমন- গিমাক-মলি, লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক এসবের চাষ করুন। এছাড়া উঁচু জায়গায় বা কলার ভেলায় আগাম শীতকালিন সবজি টমেটো, বেগুন, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ইত্যাদির চারা তৈরী করুন, যাতে বন্যায় পানি সরে গেলে এসব সবজি দ্রুত লাগানো যায় ।

  চারা রোপণ উপযোগী সবজির জমিতে, বাড়ির আঙ্গিনায় বা বাঁধের ধারে সবজির চারা উৎপাদন করুন। শুকনো জায়গার অভাব হলে মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, কাটাড্রাম, ভাসমান কচুরি পানার স্তুপ, কলার ভেলা এসবে আগাম শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন করতে পারেন।
- বন্যার পানি সরে গেলে 'জো' আসার পর বিনা চাষে ভুট্টা ও সরিষার বীজবপন এবং আলু, চীনাবাদাম, রসুন চাষ করা যায়। বন্যার পানি নেমে গেলে ভেজা মাটিতে মাস কলাই, খেসারি, মুগ বীজ বুনেদিতে হবে। এসব স্বল্প মেয়াদী ফসল তোলার পরে একই জমিতে অন্যান্য রবি ফসলের আবাদ করা যাবে।

বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অথবা কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করুন ।

সংকলন ঃ
কৃষিবিদ অলি সিংহ রায়, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার।

ডিজাইন ঃ
মো: জসিম উদ্দীন, উপসহকারী কৃষি অফিসার।

প্রচার ও প্রকাশনায় ঃ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়
রাঙ্গামাটি অঞ্চল, রাঙ্গামাটি
E-mail: rangamati@ais.gov.bd; Web: www.ais.gov.bd/ais.rangamati.gov.bd; Phone : 02-333371106

প্রকাশকাল : আগস্ট/২০২৫।
মুদ্রণে : কার্পাসমহল, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি। যোগাযোগ : ০১৮৮২৭৬৪৩১২।
মুদ্রণ সংখ্যা : ৩৫০০ কপি